দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

018

# শিক্ষাঙ্গন

## কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতিগত, প্রক্রিয়াগত এবং শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর কিছু নয়। কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্যতার ন্যূনতম মানও অর্জন করতে পারেনি। বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্তরটি বিভিন্ন কারণে মারাত্মকভাবে অবহেলিত হচ্ছে। যার ফলে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ এবং মননের বিকাশ সঠিক এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় চালিত হতে সক্ষম হচ্ছে না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আজকে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী 'কিণ্ডার গার্টেন'-এর মতো স্কুল প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র শিক্ষাকে তথা শিক্ষার্থীর সাথে এক ধরনের প্রতারণা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক বৈষম্যমূলক মনোভাব তৈরী করে একটি শিশুর মনকেও বিনষ্ট করছে তারা। এটিও একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত হচ্ছে। তথাকথিত আধুনিকতার উজ্জ্বলতা দেখিয়ে এরা খুব চতুরতার সাথে চরিতার্থ করছে এদের উদ্দেশ্য। সুতরাং আজকে তাই ঢাকাসহ সারাদেশেই কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে।

প্রথমতঃ, এরা শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাপ্রক্রিয়া পরিচালিত করে ভিনদেশী স্টাইলে। তাদের মুখ্য বিষয়, ইসলাম কিংবা বাংলাভাষা তো নয়-ই, এরা মোটামুটি ছেলেমেয়েদের পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় প্রলুব্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে একটি শিশু এখান থেকে, সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শেখে। তার চেতনা শাণিত হয় ভিন্ন প্রবাহের গড্ডালিকায়। অতএব, এক সময় সাধারণ সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ আমাদের দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে এরা ওয়াকিবহাল নয়— অতএব একদিক থেকে এরা আমাদের বাঙ্গালী সত্তাকে বিলুপ্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত।

চতুর্থতঃ যেহেতু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এরা প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে, সেক্ষেত্রে একজন সাধারণ অভিভাবকের ক্ষেত্রে তার সন্তানকে এখানে পড়ানো সম্ভব নয়; সেহেতু সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীরই আঙুল চুষছে তারা। তাই এই শিক্ষা পদ্ধতি কোনক্রমেই সুষ্ঠু ও সার্বিক কল্যাণ আনতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষের স্বার্থে এই তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা উচিৎ। তা না হলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দায়ী থাকবো আমরা সবাই।

—মোস্তফা সোহেল আহমেদ।